কৃষি সুপারিশ

১৪-১৭ ই ডিসেম্বর ২০২৩ (২৭-৩০ শে অগ্রহায়ণ ১৪৩০)

আমন ধান : যে মাঠের পাকা ধান ৮০ % পেকে গেছে, তা অতি সত্তর কেটে ঝেড়ে, গুদামজাত করুন এবং প্রয়োজনে যন্ত্রের সাহায্য নিন।

সেচের জল কতদিন পর্যন্ত পাওয়া যাবে তা জেনে বোরোর চাষ ঠিক করুন।

শেষের দিকে জলের টান এড়াতে এই সময় বীজতলাতে বীজ ফেলুন। স্বল্প মেয়াদী জাতের উপর জোর দিন এবং শ্রী পদ্ধতিতে চাষ করুন। **অতি জলদি জাত::** হীরা, কলিঙ্গ-৩, আদিত্য, বন্দনা । **জলদি জাত:-**রসি, তুলসি, শংকর, রেণু, প্রসন্ন ।

মধ্য-মেয়াদী জাত: রত্না, শতাব্দী, ক্ষিতিশ, ললাট, বিরাজ, শষ্যশ্রী, অজয়া, প্রতাপ ইত্যাদি।

হেক্টর প্রতি সাধারন জাতের জন্য ৬০ কেজি এবং শংকর বা **শ্রী** পদ্ধতিতে একটি করে চারা রোয়ার জন্য ২০ কেজি বীজের প্রয়োজন।বীজ শোধনের জন্য প্রতি ১০ কেজি বীজ ১৫ লিটার জলে ১৫ গ্রাম এম ই এম সি বা ২০ গ্রাম কার্বেন্ডোজিম মেশানো দ্রবনে ৮-১০ ঘন্টা ডুবিয়ে নেওয়ার পর **বস্তার মধ্যে ৪৮-৬০ ঘন্টা অঙ্কুর গজানোর জন্য** রাখুন।বীজতলা ভালোকরে তৈরী করে প্রতি হেক্টরের জন্য ২৫শতক বীজতলাতে ২ টন জৈব সার ও ৫ কেজি করে নাইট্রোজেন:,ফসফেট: ও পটাশ সার মিশিয়ে দিন ও ভালোকরে কাদানো বীজতলাতে বীজ ফেলুন।

আলু: - প্রথম চাষে একর প্রতি ৪-৫ টন গোবর সার দিতে হবে। দ্বিতীয় চাষে ৩৫-৪০ কেজি গোবর ১.৫ কেজি ট্রাইকোডারমা ভিরিডি জমিতে মেশাতে হবে। এর ৭-১০ দিন পর রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে। একরে নাইট্রোজেন ৮০ কেজি, ফসফেট ৬০কেজি ও পটাশ ৬০ কেজি প্রয়োজন হয়। মূলসার হিসেবে অর্ধেক নাইট্রোজেন পুরো ফসফেট ও অর্ধেক পটাশ প্রয়োগ করতে হবে।

আলু বীজ শোধনের জন্য ম্যানকোজেব ৭৫ % @ ২.৫-৩ গ্রাম/লি জলে ১৫ মিনিট বা (কার্বেন্ডাজিম ২৫ % +ম্যানকোজেব ৫০ %) @ ৩-৩.৫ গ্রাম/ লি জলে ২০-৩০ মিনিট ভেজিয়ে নিলে বীজ শোধন হয়ে যাবে।

মাটির বা সিমেন্টের বড় গামলাতে এইরূপ ৫০ লিটার দ্রবনে এক কুইন্টাল বীজ-কন্দ ৩ -৪ বার শোধন করন।

তিসি - চাপান সার হিসাবে বীজ বোনার ৩০ দিন পরে একরে ৬ কেজি নাইট্রোজেন বা ১৩ কেজি ইউরিয়া মাটিতে মেশাতে হবে।

শ্বেত সরিষা - সারিতে বুনলে চারা বের হবার ১৫-১৬ দিন পরে প্রতি সারিতে অন্তত ১০ সেমি অন্তর চারা রেখে বাকি চারা তুলে ফেলতে হবে ও আগাছা দমন করতে হবে।শ্বেত সরিষা চাষে অন্তত দু বার সেচ দিতে পারলে ভাল হয়, প্রথমটি বোনার ৩০দিন পরে ও দ্বিতীয়টি আরো ২৫-৩০ দিন পরে। বীজ বোনার ৩০-৪৫ দিন পর একরে নাইট্রোজেন ২০ কেজি ও পটাশ ১০ কেজি চাপান হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে। বীজ বোনার ২৫ দিন ও ৫০ দিন পরে বোরোন ২০% ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

হাইব্রীড সরিষা- বীজ বোনার ৩ সপ্তাহ পর প্রথম চাপানে এবং ৬-৭ সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় চাপানে একরে ১২ কেজি করে নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা উচিৎ। বীজ বোনার ২৫ দিন ও ৫০ দিন পরে বোরোন ২০% ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

মুসুর :- ১২ কেজি নাইট্রোজেন, ২৪ কেজি ফসফরাস ও ২৪ কেজি পটাশ সার শেষ চাষের আগে একরে প্রয়োগ করে বীজ বুনতে হবে। কোন চাপান সার দিতে হয় না।বীজ বোনার ৩০-৪০ দিন পরে ২ শতাংশ ইউরিয়া দ্রবণ বা ডি.এ.পি. জলীয় দ্রবণ স্প্রে করলে ফলন বৃদ্ধি হয়।

গম-মূল সার হিসাবে একর প্রতি ৫৩ কেজি ইউরিয়া, ১৫০ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট এবং ৪০ কেজি মিউরেট অব পটাশ প্রয়োগ করতে হবে। সেচ সেবিত পার্বত্য ও তরাই অঞ্চলে একর প্রতি মূল সার হিসাবে ৬১.৫ কেজি ইউরিয়া, ১৭৫ কেজি এস. এস. পি এবং ৪৬.৫ কেজি মিউরেট অব পটাশ প্রয়োগ করতে হবে।

জরো টিলেজ প্রযুক্তিতে আমন ধান কাটার পরে জমিতে যন্ত্রের সাহায্যে গম বীজ ও সার একসাথে প্রয়োগ করে ভালো ফলন পেতে পারেন।

<u>ডালশস্য</u>

ছোলা, মটর -এর বীজ বুনে ফেলুন। বীজ শোধনের জন্য প্রতি কেজি বীজের জন্য থাইরাম অথবা ক্যাপটান ২.৫ গ্রাম ঔষধ প্রয়োজন। এর ১ সপ্তাহ পরে রাইজোবিয়াম কালচার বীজের সাথে মাখিয়ে বীজ বুনুন।

মটর:-জাত: ধূসর, জি,এফ-৬৮,ডি,ডি,আর-২৩।হেক্টর প্রতি ৫০-৭৫ কেজি বীজ প্রয়োজন।মূল সার হিসাবে হেক্টর প্রতি ৫ টন জৈব সার এবং ২০ কেজি নাইট্রোজেন, ৪০ কেজি ফসফেট, ৪০ কেজি পটাশ প্রয়োগ করুন।

ছোলা : জাত:-মহামায়া-১, মহামায়া-২, অনুরাধা, বি-৭৮, বি-৯৮ ইত্যাদি।

মূল সার হিসাবে হেক্টর প্রতি ৫ টন জৈব সার এবং ৩০ কেজি নাইট্রোজেন, ৬০ কেজি ফসফেট ও ৬০ কেজি পটাশ প্রয়োগ করুন।

ভুট্টা- একর প্রতি কমপক্ষে ৪.০ টন জৈবসার, অ্যাজোটোব্যকটর + পি. এস. বি ৬ কেজি, ক্লোরোপাইরিফস ১.৫% গুঁড়ো অথবা কার্বফুরান ৩জি ১২ কেজি হারে শেষ চাষের সময়ে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি কেজি বীজের সাথে ২.০ গ্রা ব্যভিস্টিন অথবা ২.৫ গ্রা থাইরাম ভালোভাবে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। রবি ফসলের জন্য নভেম্বর মাসের মধ্যে বীজ বুনলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০-৭৫ সেমি ও সারিতে গাছের দূরত্ব ২০-২৫ সেমি। প্রতি বর্গমিটারে কমপক্ষে ৫-৬টি চারা থাকা প্রয়োজন। একরে ৭.৫ কেজি বীজ লাগবে। হাইব্রীড ভুট্টায় একর প্রতি নাইট্রোজেন ৬৪ কেজি, ফসফেট ৩২ কেজি ও পটাশ ৩২ কেজি লাগবে। ঘাটতিযুক্ত এলাকায় একরে ১০কেজি জিঙ্কসালফেট ও ৪ কেজি বোরাক্স জৈবসারের সাথে মিশিয়ে জমি তৈরির সময়ে প্রয়োগ করতে হবে। রবি মরশুমের জন্য হাইব্রীড ভুট্টার নোটিফায়েড উপযুক্তজাত- DHM 117, ADV 756, JKMH 502, PAC 740, যুবরাজ গোল্ড ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

কৃষিঅধিকর্তা,পশ্চিমবঙ্গসরকার-এর

পক্ষে সুবীর কুমার হাজরা

যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (জনসংযোগ, তথ্য ও সম্প্রচার), পশ্চিমবঙ্গ